তারিখ 12 JAN 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক খবর

নতুন কোর্সের বিরুদ্ধে মেডিকেল ছাত্রদের আন্দোলন

।। আবদুস সাত্তার ।।

দেশের মেডিকেল কলেজসমূহে '৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে (বর্তমানে যারা ২য় বর্ষ এমবিবিএস-এ অধ্যয়নরত) কর্তৃপক্ষ যে নতুন কোর্স ও কারিকুলাম চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছাত্ররা তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে।

আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে তারা স্ব স্ব মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ, চিকিৎসা অনুষদের ডীন এবং বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও

২-এর পাতায় দেখুন

মেডিকেল ছাত্রদের আন্দোলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসা অনুষদের ডীন-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নতুন কোর্স ও কারিকুলাম বাতিলের দাবী জানিয়েছে। ছাত্ররা বলেছে, যদি কর্তৃপক্ষের কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া না যায় তবে তারা বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করবে।

নতুন কোর্স ও কারিকুলামে মেডিকেল শিক্ষা পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে বছরে তিনবার (জানুয়ারী-মে-সেপ্টেম্বর) পরীক্ষা নেবার বদলে বছরে দু'বার (মে-নভেম্বর) পরীক্ষা নেবার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান নিয়মানুযায়ী কোন ছাত্র পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হলে মেডিকেল কলেজ থেকে বহিষ্কার করার নিয়ম না থাকলেও নতুন নিয়ম অনুযায়ী চার বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাকে বহিষ্কার করার নিয়ম রাখা হয়েছে। চার বারের মধ্যে একবার নির্ধারিত বাকী তিনবার সাপ্লিমেন্টারী। বর্তমানে পাঁচ বছর শিক্ষা কোর্সের মধ্যে চার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রফেশনাল পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম চালু রয়েছে যে পরীক্ষাগুলো ১ম ও ২য় বর্ষ মিলে একটি এবং বাকী তিন বর্ষের প্রতি বর্ষ শেষে একটি করে নেয়া হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিন বার প্রফেশনাল পরীক্ষা নেয়ার নিয়ম করা হয়েছে যা ১ম ও ২য় বর্ষ মিলে একটি, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষ মিলে একটি এবং ৫ম বর্ষ শেষে একটি নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ছাত্রদের বক্তব্য হল- মেডিকেলে ফেল করা যেখানে অতি সাধারণ ব্যাপার সেখানে ফেলের পরে বহিষ্কারাদেশের নতুন নিয়ম মেডিকেল শিক্ষাকে অসাধ্য করে তুলবে। তাছাড়া যদি কোন ছাত্র অসুস্থতাজনিত কারণে পরীক্ষাসমূহে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বক্তব্য নতুন কারিকুলামে নেই। নতুন কোর্স কারিকুলামে প্রফেশনাল পরীক্ষা চারটি থেকে কমিয়ে তিনটি করার ফলে দু'টি পরীক্ষার নির্ধারিত বিষয় (প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কম্যুনিটি মেডিসিন) একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সমাপ্ত করতে হবে, যা অধিকতর চাপের সৃষ্টি করবে বলেও ছাত্ররা দাবী করছে।

গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন ডাঃ সামাদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, নতুন কোর্স কারিকুলামের ভাল খারাপ দু'টি দিকই রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)-এর। উল্লেখ্য, ডাঃ সামাদ এ বছরের ৩রা জানুয়ারী আগামী দু'বছরের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হয়েছেন।